সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৮৭
WEEKLY BOOKLET:187

ফযায়েলে শাবান



উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াহ বিভাগ)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে শাবান

আত্তারের দোয়াঃ হে **মুস্তফার প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই "**ফয়যানে শাবান**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে **তোমার প্রিয় সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় মাস শাবানুল মুয়াযযমে অধিকহারে ইবাদত করার তৌফিক দান করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

পবিত্র আহলে বাইতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি শাবানুল মুয়াযযমে প্রতিদিন সাতশত (৭০০) বার দরূদে পাক পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** কতিপয় ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা এই দরূদে পাককে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে প্রেরণ করবে, তার প্রতি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মুবারক খুশি হবে অতঃপর **আল্লাহ পাক** ঐ সকল ফিরিশতাদেরকে আদেশ দিবেন যে, এই দরূদ শরীফ পাঠকারীর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকো। **(আল কওলুল বদী, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)**

দুনিয়া ও আখিরাত মে জব মে রাহোঁ সালামত
পেয়ারে পড়োঁ না কিউকর তুম পর সালাম হারদম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ যে, এই মুবারক মাসে **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদে পাক পাঠ করা, কেননা শাবানুল মুয়াযযম হলো দরূদে পাক পাঠ করার মাস, যেমনটি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং তাঁর উদ্ধৃতিতে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন হিজাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: নিশ্চয় শাবান মাস **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাক পাঠ করার মাস, কেননা আয়াতে দরূদ এই মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। **(মাওয়াহিবু লিদ দুনিয়া, ২/৫০৬। তুহফাতুল আখওয়ান, ৫৩ পৃষ্ঠা)**

দরূদের আয়াতটি হলো:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ** ও তাঁর ফিরিশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ঐ অদৃশ্যবক্তা (নবী)র প্রতি, হে ঈমানদারগণ! তাঁর প্রতি দরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো।

ওহ সালামত রাহা কিয়ামত মে পড় লিয়ে জিস নে দিল সে চার সালাম
মেরে পেয়ারে পে মেরে আক্বা পর মেরী জানিব সে লাখ বার সালাম
মেরী বিগড়ী বানানে ওয়ালে পর ভেজ এ্যয় মেরে কিরদগার সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চাঁদ দেখা ওয়াজিব

হে আশিকানে রাসূল! শাবানুল মুয়াযযম হলো ইসলামী বছরের "অষ্টম মাস", যা রজবুল মুরাজ্জব এবং রমযানুল মুবারকের মধ্যবর্তী মাস। এটি ঐ পাঁচটি মাসের মধ্যে প্রথম মাস, যার চাঁদ দেখা ওয়াজিবে কিফায়া: (১) শাবানুল মুয়াযযম (২) রমযানুল মুবারক (৩) শাওয়ালুল মুকাররম (৪) যুল-কাদাতুল হারাম (৫) যুল-হিজ্জাতুল হারাম।

শাবানুল মুয়াযযমের নামের হিকমত সমূহ

(১) শাবান, "শি'বুন" থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো গিরিপথ। যেহেতু এই মাসে কল্যাণ ও বরকত সাধারনভাবে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তাই একে শাবান বলা হয়, যেমনিভাবে গিরিপথ পাহাড়ের রাস্তা হয়ে থাকে, তেমনি এই মাস কল্যাণ ও বরকতের রাস্তা হয়ে থাকে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৩ পৃষ্ঠা)**

(২) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانُ لِاَنَّهٗ يَنْشَعِبُ فِيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ لِّلصَّائِمِ فِيْهِ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔

www.dawateislami.net

অর্থাৎ এই মাসকে "শাবান" এই কারণে বলা হয়, এতে রোযা রাখা ব্যক্তিদের জন্য অসংখ্য কল্যাণ (শাখা প্রশাখার ন্যায়) প্রস্ফুটিত হয়, এমনকি সে জান্নাতে পৌঁছে যায়। (আত তাদভীন ফি আখবারি কাযিভীন, ১/১৫৩)

হযরত ইমাম রাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে পাকের উদ্দেশ্য হলো, শাবান মাসে মুসলমানেরা যিকির আযকার, নেকী এবং কোরআনে পাক তিলাওয়াত করার দিকে ধাবিত হয়ে যায় আর রমযানুল মুবারকের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করে। (আত তাদভীন ফি আখবারি কাযিভীন, ১/১৫৩) আর শাবানুল মুয়াযযমে রমযানুল মুবারকের রোযা ফরয হওয়ার হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। (হাদায়িকিল আউলিয়া, ২/৫৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাবান মাসে রমযানের আগমনের প্রস্তুতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবান মাস যেহেতু রমযানের পূর্বে আসে, অতএব যেমনিভাবে রমযান মাসে রোযা এবং কোরআন তিলাওয়াতের হুকুম রয়েছে, তেমনিভাবে শাবান মাসেও এর খুবই গুরুত্ব রয়েছে যে, রোযা রাখুন এবং কোরআন তিলাওয়াত করুন যাতে রমযানের আগমনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায় এবং নফস ইবাদতের অভ্যস্ত হয়ে যায়।

সাহাবায়ে কিরামদের মুবারক পদ্ধতি

জান্নাতী সাহাবী হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: শাবানের মাস আসলে মুসলমানরা কোরআনে করীমের তিলাওয়াতে লিপ্ত হয়ে যেতো, নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করে দিতো, যাতে দূর্বল এবং মিসকিনরাও রমযানের রোযা রাখার শক্তি পায়। (মাযা ফি শাবান, ৪৪ পৃষ্ঠা)

কোরআন তিলাওয়াতের মাস

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সালামা বিন কুহাইল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: শাবান মাসকে কোরআন তিলাওয়াত কারীদের মাস বলা হয়। হযরত হাবীব বিন আবু সাবিত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ শাবানের আগমনে বলতেন: এটি ক্বারীদের (কোরআন পাঠকারীদের) মাস। হযরত আমর বিন কায়েস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ শাবানুল মুয়াযযমের আগমনে নিজের দোকান বন্ধ করে দিতেন এবং কোরআনে করীম তিলাওয়াতের জন্য অবসর হয়ে যেতেন। (মাযা ফি শাবান, ৪৪ পৃষ্ঠা)

বারাআত দেয় আযাবে কবর সে নারে জাহান্নাম সে
মাহে শাবান কে সদকে মে কর ফযল ও করম মওলা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হে উদাসীন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তো এই মুবারক মাস ইবাদতে অতিবাহিত করতেন, তিলাওয়াত করতেন, নেকী করতেন আর আমরা উদাসীনরা অলসতার ঘুমে আচ্ছন্ন, এরূপ উদাসীনদের ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ হে মুবারক সময়গুলোতে অলসতা প্রদর্শনকারী! এই সময়গুলোকে নষ্টকারী! এবং তা মন্দ আমল দ্বারা অপবিত্রকারী! তুমি কতযে খারাপ কাজ দ্বারা এই মুবারক সময়কে কুলসিত করেছো! (কয়েকটি আরবী শে'রের অনুবাদ)

(১) রজব চলে গেছে আর তুমি এতে কোন নেকী করোনি এবং এখন এই বরকতময় শাবান মাস। (২) হে শাবানের মহত্বের ব্যাপারে অনবহিত থেকে এই সময়গুলোকে নষ্টকারী! হুঁশে ফিরে এসো, ধ্বংসকে ভয় করো। (৩) খুব শীঘ্রই সকল স্বাদ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নেয়া হবে এবং মৃত্যু তোমাকে ঘর থেকে জোরকরে বের করে দিবে। (৪) সত্যিকার ও একনিষ্ট তাওবার মাধ্যমে যেভাবেই গুনাহের চিকিৎসা করতে পারো করে নাও। (৫) আর জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তাকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নাও, উত্তম অপরাধী হলো সেই, যে নিজের অপরাধের প্রতিকার করে নেয়।

www.dawateislami.net

মুখতসর সি জীন্দেগী হে ভাইয়ু! নেকীয়াঁ কিজিয়ে না গাফলত কিজিয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাবানুল মুয়াযযমের এমন কি?

হযরত আবু মা'মর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শাবান মাস **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলো: হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে দু'টি মহত্বপূর্ণ মাসের (রজব ও রমযানুল মুবারক) মাঝখানে রেখেছো, ফলে তুমি আমার কি ফযীলত রেখেছো? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি তোমার মাঝে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত রেখে দিয়েছি।

(আল আমালিল মুতালাকাতি, ১২৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুয়াযযম মাসে অধিকহারে নেকী করুন, অধিকহারে যিকির আযকার, দরূদে পাক এবং কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করে এই মহত্বপূর্ণ মাসের খুব বেশি সম্মান করুন। এই মহত্বপূর্ণ মাসের তাৎপর্যে এটাই যথেষ্ট যে, এই মাস সম্পর্কে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: شَهْرُ شَعْبَانَ شَهْرِىْ অর্থাৎ শাবান মাস হলো আমার মাস। **(মুসনাদুল ফেরদৌস, ২/২৭৫, হাদীস: ৩২৭৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেমনিভাবে রমযানের রোযার প্রস্তুতি নিতেন, তেমনিভাবে শাবানের রোযারও প্রস্তুতি নিতেন। (আন্নূর ফি ফাযায়িলিল আইয়াম ওয়াশ শুহুর, ১৭৩ পৃষ্ঠা) তাছাড়া **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযানের সম্মানে শাবানের রোযাকে সবচেয়ে উত্তম রোযা বলে ঘোষনা দিয়েছেন।

জান্নাতী সাহাবী হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সবচেয়ে উত্তম রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রমযানের সম্মানে শাবানের রোযা।

(তিরমিযী, ২/১৪৫, হাদীস: ৬৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রোযার অভ্যাস

শাবানুল মুয়াযযমের রোযার একটি হিকমত এটাও বর্ণনা করা হয়েছে; শাবানুল মুয়াযযমের রোযার মাধ্যমে রমযানের রোযার অনুশীলন (প্রাক্টিস) হয়ে যাবে, যাতে রমযানের রোযায় কষ্ট অনুভব না হয় বরং ততক্ষণে বান্দার রোযা রাখার অভ্যাস হয়ে যাবে এবং রমযানের পূর্বেই শাবানে রোযার মিষ্টতা ও স্বাদ অনুভব হয়ে যাবে, অতএব যখন রমযান মাস আসবে তখন বান্দা প্রবল উৎসাহে রমযানের রোযা রাখতে থাকবে। (লাতায়িফুল মাআরিফ, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

শাবানের রোযার প্রতি ভালবাসা

উম্মুল মুমিনিন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাবানে রোযা রাখা অন্যান্য মাসের চেয়ে বেশি পছন্দনীয় ছিলো যে, এই মাসে রোযা রাখতেন অতঃপর একে রমযানের সাথে মিলিয়ে দিতেন। (আবু দাউদ, ২/৪৭৬, হাদীস: ২৪৩১)

উম্মুল মুমিনিন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকেই বর্ণিত: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ শাবানের রোযা রাখতেন আর ইরশাদ করতেন: নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করো, কেননা **আল্লাহ পাক** ততক্ষণ পর্যন্ত আপন অনুগ্রহ বন্ধ করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বিরক্ত হয়ে যাবে না। (বুখারী, ১/৬৪৮, হাদীস: ১৯৭০)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: এর উদ্দেশ্য হলো, শাবানের অধিকাংশ দিনে রোযা রাখতেন, একে আধিক্যের কারণে পুরো (অর্থাৎ পুরো মাসের রোযা রাখা) দ্বারা বুঝিয়েছে। যেমন বলা হয় যে, "অমুক সারারাত ইবাদত করেছে" অথচ সে রাতে খাবারও খেয়েছে এবং প্রাকৃতিক ডাকেও সাড়া দিয়েছে,

এখানে অধিকাংশকে "পুরো" বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন: এই হাদীস দ্বারা জানা গেলো, শাবানে যার সামর্থ্য আছে, সে যেনো অধিক রোযা রাখে। তবে যে দূর্বল, সে যেনো রোযা না রাখে, কেননা এতে রমযানের রোযার উপর প্রভাব পড়বে। ঐ সকল হাদীসে এটাই উদ্দেশ্য, যাতে ইরশাদ করা হয়েছে: অর্ধ শাবানের পর রোযা রেখো না।

(নুজহাতুল ক্বারী, ৩/৩৭৭-৩৮০)

যদি কেউ পুরো শাবানুল মুয়াযযমের রোযা রাখতে চায় তবে তাতে নিষেধাজ্ঞাও নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অসংখ্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা রজবুল মুরাজজব ও শাবানুল মুয়াযযম উভয় মাসের রোযা রেখে থাকে আর লাগাতার রোযা রেখে তারা রমযানুল মুবারকের সাথে মিলিয়ে দেয়।

শাফায়াতে মুস্তফা

হযরত আল্লামা শাহ ফযলে রাসূল বাদায়ূনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি শাবানুল মুয়াযযমের রোযা এই কারণে রাখে কেননা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দ ছিলো, তার **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব হবে।

(আল মুতাআকাদুল মুনতাকাদ, ১২৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ফরমায়েঙ্গে জিস ওয়াকত গোলামো কি শাফায়াত
মে ভি হোঁ গোলাম আ'প কা মুঝ কো না ভূলানা
ফরমায়েঙ্গে শাফায়াত মেরী এ্যয় শাফেয়ে মাহশার!
দোযখ সে বাঁচা কর মুঝে জান্নাত মে বাসানা

প্রিয় নবী'র শাবানের রোযা পছন্দ হওয়ার কারণ

জান্নাতী সাহাবী, হযরত উসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি দেখছি, আপনি যেভাবে শাবানের রোযা রাখেন, সেভাবে অন্য মাসে রোযা রাখেন না। ইরশাদ করলেন: রজব ও রমযানের মাঝখানে এই মাস, মানুষ এটার প্রতি উদাসীন। এতে মানুষের আমল **আল্লাহ পাকে**র দরবারে উপস্থাপন করা হয় আর আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার আমল যেনো এই অবস্থায় উঠানো হয় যেন আমি রোযা অবস্থায় থাকি।

(নাসায়ী, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৫৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই আমল নিঃসন্দেহে আমরা গোলামদের শিক্ষা দেয়ার জন্যই ছিলো, তাই তো **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রজব ও রমযানের মাঝখানে এই মাস, মানুষ এর প্রতি উদাসীন।" অতএব আমাদের উচিৎ, আমরা যেনো অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে যাই, নেকী বৃদ্ধি করি এবং আখিরাতকে উত্তম বানানোর

চিন্তা করি, তাছাড়া এই ভাল নিয়্যতে শাবান মাসের রোযা রাখার প্রতি আগ্রহী হওয়া যে, এই মাসে যখন আমাদের আমলনামা আমাদের প্রিয় **আল্লাহ পাকে**র দরবারে উপস্থাপন করা হবে তবে যেনো আমরাও রোযাদার থাকি।

ইউ মেরা দুনিয়া সে সফর হো উন কি চৌকাট মেরা ছর হো
পেশে নযর হো উন কা জলওয়া ইয়া আল্লাহ মেরী ঝোলি ভর দেয়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

“শবে বরাত”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুয়াযযমের পনেরতম রাত অর্থাৎ শবে বরাত অনেক বরকতময় রাত। এই রাতে **আল্লাহ পাকে**র অশেষ রহমত, বরকত অবতীর্ণ হয়ে থাকে। **আল্লাহ পাকে**র দরবারে এই রাত বিশেষভাবে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দোয়া করা উচিৎ, কেননা এই রাতে দোয়া কবুল হয়ে থাকে, **আল্লাহ পাকে**র **সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঁচটি রাতের ব্যাপারে ইরশাদ করেন: এতে দোয়া রদ করা হয়না, যার মধ্যে একটি শাবানের পনেরতম রাত (অর্থাৎ শবে বরাত)।

(জামে সগীর, ২৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৫২)

শবে বরাতের ১৫টি নাম

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: শবে বরাতের চারটি নাম রয়েছে: لَيْلَةُ الْمُبَارَكَة (বরকতময় রাত), لَيْلَةُ الْبَرَاءَة (জাহান্নাম থেকে মুক্তির রাত), لَيْلَةُ الصَّك (ছাড়পত্র লাভের রাত), لَيْلَةُ الرَّحْمَة (রহমতময় রাত)। আরো বলেন: একে لَيْلَةُ الْبَرَاءَة এবং لَيْلَةُ الصَّك (ছাড়পত্র লাভে রাত), এর জন্য বলা হয় যে, যখন ব্যবসায়ী মালিক থেকে তার শষ্য সংগ্রহ করে নেয় তখন এর জন্য ছাড়পত্র লিখে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে **আল্লাহ পাক** এই রাতে তাঁর মুমিন বান্দার জন্য ছাড়পত্র লিখে দেন।

(আত তাবইয়ানু ফি বয়ানু মাফি লাইলাতিন নিসফু মিন শাবান, ৩/৪১)

হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ বিন আলভী মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো কয়েকটি নামও উল্লেখ করেছেন: لَيْلَةُ الْقِسْمَة (বন্টনের রাত), لَيْلَةُ التَّكْفِيْر (গুনাহ মোচনের রাত) কেননা, এই রাতে গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়ে থাকে, لَيْلَةُ الْاِجَابَة (দোয়া কবুললের রাত) কেননা, এই রাতে দোয়া কবুল করা হয়ে থাকে, لَيْلَةُ الْحَيَاةِ، لَيْلَةُ عِيْدِ الْمَلَائِكَة (অর্থাৎ ফিরিশতাদের ঈদের রাত), لَيْلَةُ الشَّفَاعَة، لَيْلَةُ الْجَائِزَة، لَيْلَةُ الرُّجْحَان، لَيْلَةُ التَّعْظِيْم، لَيْلَةُ الْقَدْر، لَيْلَةُ الْغُفْرَان। **(মাযা ফি শাবান, ৭২-৭৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রহমতের তিনশটি (৩০০) দরজা

জান্নাতী সাহাবী, হযরত উবাই বিন কাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার নিকট হযরত জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام শবে বরাতে উপস্থিত হলো আর আমাকে বললো: উঠে নামায আদায় করুন আর আপনার মাথা ও হাত মুবারক আসমানের দিকে উঠান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এটা কোন রাত? আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এটি সেই রাত, যাতে আসমান ও রহমতের ৩০০টি দরজা খুলে দেয়া হয়, **আল্লাহ পাকের** সাথে শিরিককারী, পরস্পরের সাথে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পোষণকারী, মদ্যপায়ী এবং অপকর্মকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, ঐসকল লোকদের ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার তাওবা করে নিবে না। তবে মদ্য পানে অভ্যস্তের জন্য রহমতের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজা খোলা রাখা হয়, যতক্ষণ না তাওবা করে নেয়, যখন সে তাওবা করে নেয়, তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে বিদ্বেষ পোষণকারীর জন্যও রহমতের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজা খোলা রাখা হয়, যতক্ষণ সে নিজের সাথীর (অর্থাৎ যার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো তার) সাথে কথাবার্তা বলা শুরু করবে না,

www.dawateislami.net

যখন সে তার সাথে কথাবার্তা বলা শুরু করে দেয় তখন তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে জিব্রাঈল! যদি সে তার সাথীর সাথে কথা না বলে, এমনকি শবে বরাত অতিবাহিত হয়ে যায় তবে....? হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: যদি সে এই অবস্থায় থাকে, এমনকি (অন্তিম মুহূর্ত আসার কারণে) তার বুকে নিশ্বাস আটকে যায় তখনও তার জন্য রহমতের দরজা খোলা থাকে, যদি সে (মৃত্যুর পূর্বে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা থেকে) তাওবা করে নেয়, তখন তার তাওবা কবুল হয়ে যাবে অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতুল বাক্বীর দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সিজদাবনত হয়ে এইভাবে দোয়া প্রার্থনা করেন: اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاءُكَ لَا اَبْلُغُ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ। (অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**!) আমি তোমার আযাব থেকে তোমার ক্ষমা, তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টি এবং তোমার কাছ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার প্রশংসা সমুন্নত, আমি তোমার প্রশংসার হক আদায় করতে পারবো না, তোমার আসল শান তো তাই, যা তুমি নিজেই বর্ণনা করেছো।

রাতের চতুর্থ প্রহরে হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام অবতীর্ণ হলো আর আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা আকাশের দিকে উঠান। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** মাথা আকাশের দিকে উঠালে দেখলেন: রহমতের দরজা খোলা রয়েছে আর প্রতিটি দরজায় একজন ফিরিশতা আহবান করছে, (প্রথম দরজায় এক ফিরিশতা এভাবে বলছে:) মুবারক হোক ঐ ব্যক্তিকে, যে এই রাতে ইবাদত করবে, দ্বিতীয় দরজায়ও এক ফিরিশতা বলছে: মুবারক হোক ঐ ব্যক্তিকে, যে এই রাতে সিজদা করবে, তৃতীয় দরজায়ও এক ফিরিশতা বলছে: মুবারক হোক ঐ ব্যক্তিকে, যে এই রাতে রুকু করবে, চতুর্থ দরজায়ও এক ফিরিশতা বলছে যে, মুবারক হোক ঐ ব্যক্তিকে, যে এই রাতে আপন **প্রতিপালকে**র নিকট দোয়া প্রার্থনা করবে, পঞ্চম দরজায়ও এক ফিরিশতা বলছে: মুবারক হোক ঐ ব্যক্তিকে, যে এই রাতে আপন **প্রতিপালকে**র নিকট দোয়া করাতে লিপ্ত হবে, দরজায়ও এক ফিরিশতা বলছে: এই রাতে মুসলমানদের মুবারক হোক, সপ্তম দরজায়ও এক ফিরিশতা বলছে: **আল্লাহ পাক**কে এক মান্যকারীদের মুবারক হোক, অষ্টম দরজায়ও এক ফিরিশতা বলছে: কোন তাওবাকারী কি রয়েছো, তার তাওবা কবুল করা হবে? নবম দরজায়ও এক

ফিরিশতা বলছে: কেই কি আছো ক্ষমা প্রার্থনাকারী, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে? আর দশম দরজায়ও এক ফিরিশতা বলেছে: কেউ কি আছো দোয়া প্রার্থনাকারী, তার দোয়া কবুল করে নেয়া হবে? অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে জিব্রাঈল! রহমতের এই দরজা কতক্ষণ পর্যন্ত খোলা থাকবে? আরয করলেন: রাতের শুরু থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই রাতে ছাগলের পশমের চেয়েও বেশি মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, এই রাতে মানুষের সারা বছরের আমলসমূহ (আসমানের দিকে) উঠিয়ে নেয়া হয় এবং এই রাতেই রিযিক বন্টন করা হয়। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৫১/৭২-৭৩)

রহমত কা হে দরওয়াযা খুলা মাঙ্গ আরে মাঙ্গ
দেয়তা হে করম উন কা সদতা মাঙ্গ আরে মাঙ্গ
ভর জায়েগা কাশকোল মুরাদোঁ সে তেরা ভি
বন কর মেরে আক্বা কা গাদা মাঙ্গ আরে মাঙ্গ
সরকার সে সরকার কো মাঙ্গেঙ্গা নিয়াযী
সরকার নে জিস ওয়াকত কাহা মাঙ্গ আরে মাঙ্গ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফিরিশতাদের ঈদ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: বলা হয়, আসমানের ফিরিশতাদের জন্য দু'টি রাত ঈদ এবং খুশি হয়ে থাকে, যেমন দুনিয়ায় মুসলমানদের দু'টি ঈদ রয়েছে, (১) শাবানের পনেরতম রাত ও (২) লাইলাতুল কদর।

সারা বছরের গুনাহের কাফফারা

হযরত ইমাম তকীউদ্দীন সবকী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর তাফসীরে বলেন: এই রাত সারা বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ হয়ে থাকে, বৃহস্পতিবার রাত সারা সপ্তাহের কাফফারা আর লাইলাতুল কদর সারা জীবনের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ হয়ে থাকে অর্থাৎ এই রাত গুলোতে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা এবং **আল্লাহর** স্মরণে সারা রাত জাগ্রত থেকে অতিবাহিত করা গুনাহের কাফফারার মাধ্যম হয়ে থাকে। তাইতো এই রাতগুলোকে (গুনাহের) কাফফারার রাতও বলা হয়ে থাকে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৩ পৃষ্ঠা)**

জান্নাতকে সাজানো হয়

হযরত কা'আবুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **আল্লাহ পাক** শাবানের পনেরতম রাতে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে

জান্নাতের দিকে প্রেরণ করেন, তিনি জান্নাতকে সাজানোর আদেশ দেন আর বলেন: **আল্লাহ পাক** তোমার এই রাতে আকাশের নক্ষত্রসমূহ, দুনিয়ার দিন ও রাতসমূহ, গাছের পাতাসমূহ, পাহাড়ের ওজন এবং বালির কণার সমপরিমাণ মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

(মাযা ফি শাবান, ৮৭ পৃষ্ঠা)

সফে মা'তম উঠে খালি হো জীন্দান টুটে জঞ্জিরেঁ
গুনাহগারো চলো মওলা নে দর খোলা হে জান্নাত কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শবে বরাত ও প্রিয় নবী'র ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শবে বরাতে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ইবাদত করতেন। যেমনটি,

হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দাঁড়িয়ে ও বসে লাগাতার নামায পড়তে থাকেন, এমনকি সকাল হয়ে গেলো, সকাল পর্যন্ত **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কদম ফোলে গিয়েছিলো, অতএব আমি **তাঁর** কদম মুবারক টিপতে লাগলাম। **(আদ দাওয়াতুল কবীর, ২/১৪৫, হাদীস: ৫৩০)**

হে আশিকানে রাসূল! কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শবে বরাতে কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে আপন প্রতিপালকের নিকট কবরবাসীদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শাবানের পনের তারিখ রাতে জান্নাতুল বাক্বীতে এই অবস্থায় পেয়েছি যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমান পুরুষ ও নারী এবং শহীদদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮৪, হাদীস: ৩৮৩৭)

সদা শুকর খোদায়া তু নে দিয়া, হে রহমত ওয়ালা ওহ আক্বা
জু উম্মতকে রঞ্জ ও গম মে, রাতোঁ কো আশক বাহাতা রাহে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ, রহমত ও মাগফিরাতের এই মুবারক রাতকে ইবাদতের মাধ্যমে যিকির ও দোয়ায় অতিবাহিত করা, নিজের ও সকল উম্মতের মাগফিরাতের দোয়া করার পাশাপাশি কবরস্থানে গিয়ে নিজের মৃত আত্মীয় স্বজনদের জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করা।

শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়া

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারতে নিষেধ করেছিলাম, এখন কবর যিয়ারত করো, কেননা নিঃসন্দেহে এটি দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা প্রদান করে এবং আখিরাতের স্মরন করিয়ে দেয়। (ইবনে মাজাহ, ২/২৫২, হাদীস: ১৫৭১)

জানা গেলো, মাঝে মাঝে কবরস্থানে যাওয়া উচিৎ, যাতে কবরসমূহ দেখে আমাদের অন্তরে আখিরাতের ভাবনা সৃষ্টি হয়।

নিজের মৃত আত্মীয়দেরও স্মরণ রাখুন

জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, যখন শবে বরাত আসে, তখন (মুমিন) মৃতরা তাদের কবর থেকে বের হয়ে নিজেদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যায় আর বলে: আমাদের জন্য সদকা করে দয়া করো, যদিওবা রুটির একটি গ্রাসও হয়, কেননা আমরা এর মুখাপেক্ষী। যদি সে (সদকাকৃত) কোন বস্তু না পায়, তবে অনুশোচনা করে ফিরে যায়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬৯। আদ দুররুল হাসান ফি বা'আস ও নে'মুল জিনান, ৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলের নাতীর শবে বরাতের অভ্যাস

জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, রাসূলের নাতী হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শবে বরাতকে তিনভাগে ভাগ করতেন। এক তৃতীয়াংশে **আল্লাহ পাকের** এই বাণী:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا صَلُّوۡا عَلَيۡهِ وَسَلِّمُوۡا تَسۡلِيۡمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! **তাঁর** প্রতি দরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো।

এর উপর আমল করে **তাঁর নানাজান** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাক পাঠ করতেন, এক তৃতীয়াংশ তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন এবং শেষ এক তৃতীয়াংশ **আল্লাহ পাকের** বাণী অনুযায়ী আমল করে রুকু ও সিজদা করতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি আমার আব্বাজান (হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) এর কাছ থেকে শুনেছি যে, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে অর্ধ শাবান (অর্থাৎ শবে বরাত) রাতকে জীবিত করবে (অর্থাৎ সেই রাতে ইবাদত করবে) তাকে নৈকট্যশীলদের মাঝে লিখা হবে।

(আল কওলুল বদী, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

শবে বরাতে ইবাদত করা মুস্তাহাব

হযরত খালিদ বিন মা'দান, হযরত লুকমান বিন আমের আর অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰہُ الۡمُبِیۡن শাবানুল

www.dawateislami.net

মুয়াযযমের পনেরতম রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) উত্তম পোষাক পরিধান করতেন, সুগন্ধি লাগাতেন, সুরমা লাগাতেন এবং রাতে মসজিদে একত্রিত হয়ে ইবাদত করতেন। হযরত ইসহাক বিন রাহুওয়াইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও এই বিষয়টি সমর্থন করতেন এবং এই রাতে মসজিদে একত্র হয়ে নফল ইবাদত করার ব্যাপারে বলতেন: "এটা কোন বিদআত (অর্থাৎ মন্দকাজ) নয়।" (মাযা ফি শাবান, ৭৫ পৃষ্ঠা) হযরত আল্লামা শাহাবুদ্দীন আহমদ হিজাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শবে বরাতে ইবাদত করা মুস্তাহাব।

(মাযা ফি শাবান, ৮৫ পৃষ্ঠা। তুহফাতুল আখওয়ান ফি কিরাতুল মি'আদ, ৬৫ পৃষ্ঠা)

সত্তর হাজার ফিরিশতা মাগফিরাতের দোয়া করবে

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শবে বরাতে সূরা দুখান পাঠ করা মুস্তাহাব। জান্নাতী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে হা'মীম আদ দুখান এর তিলাওয়াত করবে, তবে সে এই অবস্থায় সকাল করবে যে, সত্তর হাজার ফিরিশতা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে।

(আত তিবয়ানু ফি বয়ানে মাফি লাইলাতুন নিসফি মিনাশ শাবান, ৩/৫২)

শবে বরাতে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের দোয়া

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও বুযুর্গানে দ্বীন থেকে প্রমাণিত যে, তারা এই রাতে (বিনম্র হয়ে) এই দোয়া প্রার্থনা করতেন: اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنَا اَشْقِيَاءَ فَامْحُهٗ وَاكْتُبْنَا سُعَدَاءَ فَاَثْبِتْنَا فَاِنَّكَ تَمْحُوا مَاتَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ اُمُّ الْكِتَابِ۔ **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ পাক**! যদি তুমি আমাকে হতভাগা লিখে থাকো তবে সেটা মিটিয়ে দাও আর আমাকে সৌভাগ্যশালী লিখে দাও এবং যদি তুমি আমাকে সৌভাগ্যশালী লিখে থাকো তবে তা বজায় রাখো, নিশ্চয় যা তুমি চাও তা মিটিয়ে দাও এবং যা তুমি চাও, বজায় রাখো এবং তোমারই নিকট উম্মুল কিতাব রয়েছে।

(আত তাবইয়ানে ফি বয়ানে মাফি লাইলাতুন নিসফি মিনাশ শাবান, ৩/৫১)

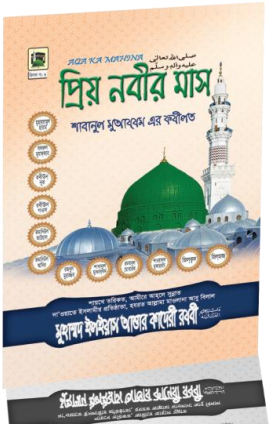
শবে বরাত কিভাবে অতিবাহিত করবো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই মাসের পনেরতম রাত যাকে শবে বরাত বলা হয়, খুবই মুবারক রাত। এতে কবরস্থানে যাওয়া, সেখানে ফাতেহা পাঠ করা সুন্নাত, অনুরূপভাবে বুযুর্গানে দ্বীনদের মাযারে উপস্থিত হওয়াও সাওয়াব, যদি সম্ভবহয় তবে চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখুন। পনের তারিখে হালুয়া (মিস্টান্ন) ইত্যাদি

বুযুর্গানে দ্বীনদের ফাতেহা পাঠ করে সদকা ও খয়রাত করুন এবং পনেরতম রাতে সারা রাত জাগ্রত হয়ে নফল নামায পড়ুন এবং এই রাতে সকল মুসলমান একে অপরের কাছ থেকে ভূলত্রুটি ক্ষমা করিয়ে নিন, ঋণ ইত্যাদি আদায় করে দিন, কেননা বিদ্বেষপূর্ণ মুসলমানের দোয়া কবুল হয়না। তিনি আরো বলেন: যদি সারা রাত জাগ্রত থাকতে না পারে তবে যতটুকু সম্ভব ইবাদত করুন এবং কবর যিয়ারত করুন। যদি এই রাতে সাতটি কুল গাছের পাতা পানিতে সিদ্ধ করে গোসল করা হয় তবে اِنْ شَآءَ الله সারা বছর জাদুর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে। **(ইসলামী জীবন, ১৬১ পৃষ্ঠা)**

বিগড়ী কিসমত সানওয়ার জায়েগী হো নযর,
সূয়ে লৌহ ও কলম, তাজেদারে হারম!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد





www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শবে বরাতেও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত

হুযুর নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন: "আমার নিকট জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এসে বললেন; এটা শাবানের ১৫তম রাত, এ রাতে **আল্লাহ পাক** বনী কালব এর ছাগলের পশম পরিমাণ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। তবে কাফির ও শত্রুতা পোষণকারী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য এবং মদ পানে অভ্যস্তদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮৪, হাদীস: ৩৮৩৭)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net